Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.130-131
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত বাক স্বাধীনতা: প্রয়োজনীয়তা ও বাধা

সন্দীপ সরকার
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Freedom has provided the logistics for the establishment of democratic societies at various times. But this freedom does not mean to say or do whatever you want. Because unfettered freedom is the opposite of arbitrariness. Restrictions are necessary to establish a healthy social life. But freedom refers to the environment in which man can develop his personality to the fullest. Again, without the development of personality, a good citizen can never be created. And civil society is the main condition for the success of a democratic state. Hence the right to freedom is discussed in detail in Articles 19-22 of the Indian Constitution.
Keywords: গনতন্ত্র,নাগরিক,স্বাধীনতা,ব্যক্তিসত্ত্বা।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে তিনটি আদর্শ বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতা হলো ব্যক্তির আত্ম উপলব্ধির এক অনুকূল পরিবেশ। তাই ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু মন্তব্য করেছিলেন যে স্বাধীনতার মত অন্য কোন ধারণা এত বিচিত্র তাৎপর্য গ্রহণ করেনি এবং মানব মনে এত বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার ও সৃষ্টি করেনি। আবার ল্যাস্কি বলেছেন -'স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়'। তাহলে বলা যায় যে ব্যক্তির স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটবে না ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক ও সৃষ্টি হবে না। তাই ভারতীয় সংবিধান প্রনেতারা ব্যক্তি স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯ থেকে ২২ নম্বর ধারায় ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হলো গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি তথা অপরিহার্য শর্ত। বাক স্বাধীনতা হচ্ছে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নির্ভয়ে বিনা প্রহরতায় বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা,অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যতা ব্যতিরেকে নিজেদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা। তবে এক্ষেত্রে বাক স্বাধীনতার সাথে মাধ্যমনির্বিশেষে তথ্য ধারণার অন্বেষণ, গ্রহণ এবং প্রধান সম্পর্কিত যেকোনো কার্যের অধিকারকেও বুঝিয়ে থাকে। আবার মানবাধিকার সনদ এর ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং আন্তর্জাতিক মানব অধিকার আইন অনুযায়ী অভিব্যক্তির স্বাধীন প্রকাশ কে শনাক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের মতামত এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করার এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নিজের স্বাধীনচেতায় কোন বাধা ব্যতীত অটল থাকা,পুরো বিশ্বের যে কোন মাধ্যম থেকে যেকোনো তথ্য অর্জন করার বা অন্য কোথাও সে তথ্য বা চিন্তা মৌখিক লিখিত চিত্রকলা অথবা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা জ্ঞাপন করার অধিকার।

প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশ তার নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা দেয় যাতে নাগরিকরা স্বাধীনভাবে তাদের ব্যক্তিগত মতামত ধারণা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে বাঁচাতে ও উদযাপন করতে হলে বাক স্বাধীনতা কার্যকর করা অপরিহার্য। এছাড়াও সরকারের ভুলত্রুটির সমালোচনা করে সরকারকে সংযত রাখতে প্রচার মাধ্যমগুলি বিশেষ প্রয়োজন। তাই ভারতের দ্বিতীয় প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেছেন বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনের মূল ভিত্তি। কারণ অবাধ রাজনৈতিক আলোচোনা ছাড়া কখনোই সরকারের সঠিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

ভারতের সংবিধান সকল নাগরিকদের বাকও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেছে সংবিধানের 19(1)(a) নং অনুচ্ছেদে। ভারতের সংবিধান এই অধিকার টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানে সকল নাগরিক স্বাধীনভাবে যে যার মত করে চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রকাশ করতে পারে লিখিত ও মৌখিকভাবে। পুস্তক পুস্তিকা,পত্র পত্রিকা, প্রভৃতির মাধ্যমে লিখিতভাবে নাগরিকগণ নিজ নিজ ধ্যান ধারণা প্রকাশ করতে পারে। আবার সভা সমিতি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজ-নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। এছাড়া ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ হল একজনের নিজের প্রকাশ তাই এটি বাক স্বাধীনতার একটি রূপ তাছাড়া তথ্য জানার অধিকারও এর অন্তর্ভুক্ত কারণ অন্যদের সম্পর্কে জানাশোনা থেকে বাধা দেওয়া ও এই অধিকারের অর্থহীনতার পরিচয় দেয়।

সংবিধান ব্যাপকভাবে জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ আরোপের অনুমতি দেয়। এতে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ড তাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে এবং বহিরাগত আভ্যন্তরীণ শক্তি উভয়ের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে এমন কোন শব্দের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া কোন ব্যক্তি নিজের মতামত প্রকাশের সময় এমন কোন শব্দ ব্যবহার করবে না যা অন্যের মানহানি ঘটে। তাছাড়া বাক স্বাধীনতাকে আদালত অবমাননার প্রতিরক্ষা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যা ভারতীয় সংবিধানের 19(2) নম্বর ধারায় উল্লেখিত।

তবে বলা যায় বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূল সোপান তাই এই স্বাধীনতাকে বিধি-নিষেদের বেড়াজালে আটকে রেখে গণতন্ত্রে বলি দেবার কোন মানে হয় না তাই যাতে বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের তাদের মতামত ও বিশ্বাসকে কোন ভয় ছাড়াই শব্দের মোর লিখিত বা তথ্য ছবি বা অন্য কোন যোগাযোগ বা দৃশ্যমান উপস্থাপনা যেমন অঙ্গভঙ্গি বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করার অধিকার ভোগ করে সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে তবে অবশ্যই জনগণের কোন ক্ষতি সাধন না করে।

তথ্যসূত্র:

১। অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন (1991)
২। নিমাই প্রামাণিক, আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের রূপরেখা (1997) ছায়া প্রকাশনী
৩। আচার্য ড: দুর্গাদাস বসু, ভারতের সংবিধান পরিচয়
৪। M Laxmikant- published by Mc Graw Hill education (india) private limited
৫। Pew ghosh-2017 by PHI Larning private limited